# পশ্চিমবঙ্গ সরকার

## পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

### ৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড ঃ জেশপ বিল্ডিং ঃ কোলকাতা-৭০০০০১

নং-৫৪৮৬-আর ডি/পি/এন আর ই জি এ/১৮বি-০১/০৬ (পার্ট-২) তারিখ ঃ ২১শে আগস্ট, ২০০৯

## আদেশনামা

জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা আইন অনুযায়ী এই কর্মসুচীর কাজে নিযুক্ত মজুরদের এক পক্ষকালের মধ্যেই মজুরী পাওয়া তাদের অধিকার। সুতরাং আইন অনুযায়ী প্রতি সপ্তাহের কাজ শুরু হওয়ার এক পক্ষকালের মধ্যেই সেইসপ্তাহের সমস্ত মজুরী দেওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত বা অন্যান্য রূপায়ণকারী সংস্থার অবশ্য কর্তব্য। বর্তমানে এই মজুরীর অনেকটাই পোস্ট অফিসের মাধ্যমে দেওয়া হয় এবং বর্তমানে এই টাকা দেওয়ার যা পদ্ধতি তাতে চেকের মাধ্যমে পোস্ট অফিস থেকে টাকা দেওয়ার কথা। এই চেক ভাঙাতে যেহেতু অনেক সময় লাগে তাই কোথাও কোথাও দ্রুত মজুরী প্রদানের স্বার্থে নগদেও টাকা পোস্ট অফিসকে দেওয়া হয় যা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে কোন বিকল্প পদ্ধতিতে পোস্ট অফিসে মজুরীর টাকা পৌঁছে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য পোস্ট মাস্টার জেনারেলের সঙ্গে পরামর্শক্রমে একটি নতুন পদ্ধতিতে টাকা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা নিচে বলা হল।

১. গ্রাম পঞ্চায়েত বা অন্যান্য প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থা প্রতিটি মজুরী দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ বা সাব পোস্ট অফিস পিছু (যেখান থেকে মজুরী দেওয়া হবে) মজুরী প্রাপকদের মজুরী স্ক্রল তৈরী করবে। এই স্ক্রল সাপ্তাহিক কাজের শুরু থেকে হিসাব করে ১১ দিনের মধ্যেই তৈরী করতে হবে।

২. ঐ স্ক্রল অনুযায়ী যত টাকা মজুরী প্রাপ্য হয় সেই পরিমাণ ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট তাদের যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা থাকছে সেখান থেকে সংগ্রহ করবেন। এই ড্রাফ্‌টটি সংশ্লিষ্ট হেড পোস্ট মাস্টারের নামেই তৈরী করতে হবে এবং তার অ্যাকাউন্ট যে ব্যাঙ্কে আছে সেই ব্যাঙ্কেই এটি প্রদেয় হবে। এই চিঠির সঙ্গে কোথায় কোথায় হেড পোস্ট অফিস আছে তার তালিকা সংযোজিত করা হল। কেবলমাত্র উত্তর দিনাজপুর জেলাতে, যেখানে কোন হেড পোস্ট অফিস নেই এই ড্রাফ্‌ট রায়গঞ্জের মুখ্য ডাক ঘরের সাব পোস্ট মাস্টারের নামে তৈরী করতে হবে।

৩. ব্রাঞ্চ বা সাব-পোস্ট অফিস থেকে যে সময় টাকা উর্দ্ধতন পোস্ট অফিসে যায় তার আগেই ড্রাফ্‌ট এবং স্ক্রল জমা দিতে হবে যাতে সেই দিনই ঐ ড্রাফ্‌ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে ভাঙানোর জন্য তারা পাঠাতে পারেন।

৪. যে দিন ড্রাফ্‌ট এবং স্ক্রল জমা পড়ল তার পরের দুটি কাজের দিন বাদ দিয়ে তৃতীয় কাজের দিন স্ক্রল অনুযায়ী মজুরী সাব/ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করবে। মজুররা ঐ দিনই টাকা তুলতে পারবেন বা পরে যে কোন দিনই টাকা তুলতে পারবেন। ঐ স্ক্রলটি পে স্লিপ হিসাবে কাজ করবে। আলাদা করে ব্যক্তিগত পে স্লিপ দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। মজুরী দেওয়ার ব্যবস্থা সরল করার জন্য যদি কোন সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে মজুরী দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে তাহলে সেই হিসেবে তার তিনদিন আগে স্ক্রল এবং ড্রাফ্‌ট পাঠানো নিশ্চিত করতে হবে।

৫. অনেক ক্ষেত্রেই পোস্ট অফিস তিন দিনের মধ্যেই ড্রাফ্‌টটি ভাঙিয়ে টাকা সাব পোস্ট অফিস বা ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিসে পাঠাতে পারবেন না। যাতে পোস্ট অফিসকে নিজস্ব টাকায় মজুরী দিতে না হয় তাই জেলাশাসক তথা ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর কিছু টাকা জেলার মুখ্য ডাকঘরে জমা রাখার ব্যবস্থা করবেন। এই টাকার পরিমাণ হবে বর্তমানে সমগ্র জেলায় যে পরিমাণ টাকা পোস্ট অফিসের মাধ্যমে প্রতি মাসে মজুরী বাবদ দেওয়া হয় তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ। এই টাকাটা এককালীন এন আর ই জি এ ফান্ড থেকে জমা দেওয়া হবে এবং এটি প্রশাসনিক খরচ হিসাবে দেখিয়ে রাখতে হবে।

৬. যদি কোন কারণে পোস্ট অফিসের ড্রাফ্‌ট ভাঙাতে দেরী হয় এবং উপরোক্ত জমা টাকার বেশী টাকা মজুরী হিসাবে দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হয় তাহলে জেলার সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পোস্ট অফিস ডিস্ট্রিক্ট নোডাল অফিসারকে তা জানাবেন এবং প্রয়োজন হলে অল্প কয়েক দিনের জন্য বাড়তি টাকা জমা দেওয়ার দরকার হতে পারে। তবে ড্রাফ্‌ট ভাঙানো হয়ে গেলে বাড়তি টাকা ফেরৎ দেওয়া হবে।

৭. এই নতুন ব্যবস্থা আগামী ১লা সেপ্টেম্বর থেকে চালু হবে। এই ব্যাপারে যাতে সবাইকে অবহিত করা যায় এবং তাদের সমস্যা, সংশয় বা পদ্ধতিগত কিছু সমস্যা থাকলে তা দুর করা যায় তার জন্য প্রতি ব্লকেই এই ব্যাপারে পোস্ট অফিস এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারীদের নিয়ে মিটিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি তা সত্বেও সমস্যা হয় তাহলে প্রতিটি সাব-ডিভিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর অফ পোস্ট অথবা অ্যাসিস্টান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট ও সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসক একত্রে সেই সমস্যাগুলির সমাধান করবেন এবং যদি মহকুমাস্তরে সমাধান না হয় তবে তা জেলাস্তরে জানাবেন।

এই ব্যবস্থা যেভাবে বলা হল তা যাতে ১লা সেপ্টেম্বর থেকে লাগু করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

*মানবেন্দ্রনাথ রায়*
প্রধান সচিব
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

নং-৫৪৮৬/১(১৯)-আর ডি/পি/এন আর ই জি এ/১৮বি-০১/০৬ (পার্ট-২) তারিখ ঃ ২১শে আগস্ট, ২০০৯

প্রতিলিপি প্রদান করা হলঃ

১) জেলা শাসক ও জেলা প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর _____

২) অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ।

*মানবেন্দ্রনাথ রায়*
প্রধান সচিব
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর